সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ (আগস্ট ২৪, ২০২১ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, অক্টোবর ১৬, ২০০৪

[৮ম খন্ড-- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪

নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৪-১৩৭/৩৫৩/প্রশাসন/০১-২৩- যেহেতু, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, ক্রেডিট এনহেন্সমেন্ট (credit enhancement) বা এতদসংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিষ্ঠান বা স্বত্বার আর্থিক সম্পদের ভবিষ্যৎ নগদ অর্থ প্রবাহ বা পুঞ্জিভূত সম্পদকে তরল ও লেনদেনযোগ্য সিকিউরিটিজে রূপান্তর পূর্বক সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ পুঁজি কিংবা সিকিউরিটিজ বাজারে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির বিধান ও কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন মনে করে;

সেহেতু, কমিশন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪, উপ-ধারা-(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্মোক্ত বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **শিরোনাম**।- [১][(১)] এই বিধিমালা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৪-১৩৭/প্রশাসন/০৩-১৮, তারিখ জানুয়ারি ০৯, ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[১][(২) এই বিধিমালায় উল্লিখিত পরিপালনীয় বিধানসমূহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ পরিপালন হিসাবে গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, এই বিধিমালার অধীন সময় সময় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশও জারী করিতে পারিবে।]

২। সংজ্ঞা।- (১) এই বিধিমালায়,-

[২][(ক)'তদারকী কর্মকর্তা (Compliance Officer)' অর্থ ট্রাস্টি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত তদারকী কর্মকর্তা;]

[৩][(কক)]'সম্পদ' অর্থ কোন কোম্পানী কিংবা আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান বা স্বত্ত্বার কোন নির্দিষ্ট সম্পদকে বুঝাইবে;

(খ) 'সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি (asset backed security)' অর্থ কোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ভিত্তিতে কোন কোম্পানী কিংবা আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান বা স্বত্বা কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন সিকিউরিটি যাহা এই বিধিমালার অধীন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ সকল প্রকার আদায়যোগ্য পাওনা ও ঋণ যথা, ক্রেডিট কার্ড রিসিভেবলস (credit card receivables), লীজ রেন্টাল (lease rental), ফ্রানচাইজ (francise), লাইসেন্স (licence), হেলথকেয়ার রিসিভেবলস (healthcare receivables), বিবিধ সূত্রের নগদ প্রবাহ (cash flows) এবং কমিশন কর্তৃক বিবেচিত অন্য যে কোন প্রকার সামগ্রীও 'সম্পদ' এর অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও দলিলাদিতে উল্লিখিত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির (expression) সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি The Trust Act, 1882 (Act No. 2 of 1882), The Registration Act, 1908 (Act No. 6 of 1908), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969), ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) এবং উহাদের অধীন জারিকৃত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৪-১৩৭/প্রশাসন/০৩-১৮, তারিখ জানুয়ারি ০৯, ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৪-১৩৭/প্রশাসন/০৩-১৮, তারিখ জানুয়ারি ০৯, ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৪-১৩৭/প্রশাসন/০৩-১৮, তারিখ জানুয়ারি ০৯, ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য নিবন্ধন।**- (১) কমিশনের নিবন্ধন ব্যতিরেকে কেহ সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যু করিতে এবং কেহ উহার ট্রাস্টি (trustee) হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।

(২) কমিশনের নিবন্ধন গ্রহণের জন্য ইস্যুয়ার কিংবা প্রস্তাবক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ট্রাষ্ট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) খসড়া এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদিসহ কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির কোন অংশ গণপ্রস্তাবের (public offer) মাধ্যমে বিক্রয় করিতে হইলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত আবেদন কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা ইস্যুর ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে Public Issue Rules, 1998 এ বিধৃত পন্থায় করিতে হইবে।

(৩) গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে সিকিউরিটির শর্তাবলী ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি সম্বলিত গণপ্রস্তাবের খসড়া দলিল (draft public offer document) এবং Credit Rating Companies Rules, 1996 এর rule 3 মোতাবেক প্রদত্ত ক্রেডিট রেটিং সংক্রান্ত মূল প্রতিবেদনও দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনকারীর নিকট অতিরিক্ত তথ্য, কাগজপত্র বা দলিলাদি চাহিতে পারিবে যাহা আবেদনকারী যথাযথভাবে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) আবেদন পত্রের সাথে অফেরতযোগ্য আবেদন ফি (application fee) বাবদ 'সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে কোন তফসীলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত [১][পঞ্চাশ হাজার] টাকা মূল্যের পেমেন্ট অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট দাখিল করিতে হইবে।

[২][(৬) আবেদনটি মঞ্জুর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে কমিশনের মঞ্জুরী পত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত শর্তে ও সময়ের মধ্যে, উপ-বিধি (৫) এ বিধৃত পন্থায়, ইস্যু মূল্যের উপর ০.১% (শতকরা শুন্য দশমিক এক) হারে নিবন্ধন ফি কমিশনকে পরিশোধ করিতে হইবে যাহা প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশন সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য অবিলম্বে নিবন্ধন প্রদান করিবে।]

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা "পাঁচ হাজার টাকা" শব্দগুলি "পঞ্চাশ হাজার টাকা" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা উপধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭) আবেদনটি নামঞ্জুর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে নামঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক উহা, আবেদন পত্র কিংবা অতিরিক্ত তথ্য, কাগজপত্র বা দলিলাদি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে কমিশন লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে।

৪। **গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে নিবন্ধিত সিকিউরিটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জের OTC কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জ এ তালিকাভূক্তকরণ।**- গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে নিবন্ধিত সিকিউরিটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি কোন স্টক এক্সচেঞ্জের Over-the-Counter (OTC) কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জ এ লেনদেনের জন্য গণপ্রস্তাবের তিন মাসের মধ্যে তালিকাভূক্ত করিতে হইবে।

৫। **নিবন্ধিত সিকিউরিটির নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলকরণ।**- কমিশন, এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধিত সিকিউরিটি সংক্রান্ত শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থতা, অনিয়ম অথবা পুঁজি বাজার বা জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির নিবন্ধনের কার্যকারীতা কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য স্থগিত, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বা সম্পূর্ণ বাতিল করিতে পারিবে, এবং সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীর অর্থ ফেরত প্রদান সংক্রান্ত কমিশনের যে কোন নির্দেশ বা আদেশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (যাহার মধ্যে প্রস্তাবক, ট্রাস্টি এবং servicer তথা সেবা প্রদানকারী অন্তর্ভূক্ত হইবে) যথাযথভাবে পরিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যাহার উদ্দেশ্যে উক্ত নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করা হইবে তাহাকে তাহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান না করিয়া কমিশন এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশ বা আদেশ জারি করিবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য ট্রাস্টি (trustee) নিয়োগ।**- (১) এই বিধিমালার অধীন কোন সিকিউরিটি ইস্যুর জন্য এতদুদ্দেশ্যে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে এবং এতদসংক্রান্ত দলিল (Deed for Engagement of Trustee) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) **ট্রাস্টি হিসাবে নিবন্ধন।**-ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগের জন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে এই বিধিমালা মোতাবেক কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) **নিবন্ধনের দরখাস্ত।**- ট্রাস্টি হিসাবে নিবন্ধন লাভের জন্য ফরম 'ক' এবং ফি (অফেরতযোগ্য) হিসাবে [১][পঞ্চাশ হাজার] টাকার একটি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা "পাঁচ হাজার" শব্দগুলি "পঞ্চাশ হাজার" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বরাবরে জমা করিতে হইবে [১][ঃ]
[২][তবে শর্ত থাকে যে, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটি ইস্যুর ট্রাস্টির নিবন্ধন সনদ ইস্যুর জন্য দুই লক্ষ টাকা কমিশনের অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে।]

(৪) **নিবন্ধন মঞ্জুরীর জন্য অযোগ্যতা**।- (১) কোন কোম্পানী, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ট্রাস্টি হিসাবে নিবন্ধন মঞ্জুরীর জন্য যোগ্য হইবে না যদি-

(ক) উহার অন্যূন এক কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন এবং আশি লক্ষ টাকার নীট সম্পদ (net-worth) না থাকে;

(খ) উহা বা উহার কোন পরিচালক কিংবা অংগ প্রতিষ্ঠান ইস্যুয়ার বা প্রস্তাবকের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পৃক্ত থাকে;

(গ) উহা বা উহার কোন পরিচালক ঋণ খেলাপী থাকে;

(ঘ) উহার লেনদেনে সততার সুখ্যাতি না থাকে;

(ঙ) উহা পুঁজি বা সিকিউরিটিজ বাজার সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকিলে সেই ক্ষেত্রে দায়িত্ব পরিপালনের ব্যাপারে উহার অবহেলা বা অদক্ষতার প্রতিফলন ঘটে;

(চ) উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার আর্থিক বাজারে সেবার ক্ষেত্রে নির্বাহী হিসাবে অন্যূন পাঁচ বছরের এবং অন্যান্য কর্মকর্তার আর্থিক বাজার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকে;

(ছ) উহার ব্যবসার স্থান, অফিস ও সেবা প্রদানের জন্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম না থাকে।

[৩][(জ) উহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন তদারকী কর্মকর্তাকে (Compliance Officer) নিয়োগ দান না করেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে নিবন্ধিত ট্রাস্টিকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তদারকী কর্মকর্তা নিয়োগ/পদায়ন করিতে হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, তদারকী কর্মকর্তাকে অবশ্যই ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হইতে হইবে এবং কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে সময় সময় এ বিষয়ে যে কোন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে;

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর মাধ্যমে "।" এর স্থলে "ঃ" প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা নতুন শর্তাংশ সংযোজিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৪-১৩৭/প্রশাসন/০৩-১৮, তারিখ জানুয়ারি ০৯, ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা এপ্রিল ৫, ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঝ) ট্রাস্টি কর্তৃক সিকিউরিটিজ আইন কানুন পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তদারকী কর্মকর্তা ট্রাস্টি এবং কমিশনের নিকট কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে দাখিল করিবেন।]

(২) কমিশন জনস্বার্থে উপ-বিধি (৪)(১) এর বিধানাবলীর যে কোনটি যে কোন ট্রাস্টির ক্ষেত্রে শিথিল করিতে পারিবে।

(৩) ট্রাস্টি নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন পরিবর্তনের জন্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) দুই-তৃতীয়াংশ সিকিউরিটিজ হোল্ডারের লিখিত আবেদন, কিংবা কমিশন জনস্বার্থে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কমিশন কোন ট্রাস্টির নিয়োগ বাতিল করিয়া উহার স্থলে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কমিশন কোন ট্রাস্টি নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিবে না।

(৫) কোন ট্রাস্টি তাহার স্থলে অন্য কোন ট্রাস্টি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৭। **ট্রাস্টির বার্ষিক ফি**।- (১) এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধিত প্রত্যেক ট্রাস্টিকে প্রত্যেক অর্থ বৎসর (যাহা সনদ প্রদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে) শুরু হইবার পূর্বে বার্ষিক ফি বাবদ [১][পঞ্চাশ হাজার টাকা] কমিশন বরাবরে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আকারে জমা করিতে হইবেঃ

[২][তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক ফি জমা করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতি মাস বা উহার অংশ বিশেষ বিলম্বের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা হারে জরিমানা কমিশন বরাবর পরিশোধ করিতে হইবে।]

(২) কোন ট্রাস্টি বার্ষিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে কমিশন উক্ত ট্রাস্টিকে বকেয়া ফি পরিশোধ করার পূর্বে নতুন কোন ট্রাস্টিশীপ গ্রহণ বিবেচনা করিবে না।

(৩) এই বিধিমালার কোন বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, কমিশন যদি ফি প্রদানে বিলম্বের কারণ সন্তোষজনক মনে করে তাহা হইলে, কোন ট্রাস্টিকে উহার দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থ বৎসর শুরু হইবার পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট ফি প্রদান করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা "পাঁচ হাজার টাকা" শব্দগুলি "পঞ্চাশ হাজার টাকা" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। **ট্রাস্টির অধিকার ও দায়-দায়িত্ব।**- (১) ট্রাস্ট পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত যে কোন তথ্য ইস্যুয়ার কিংবা প্রস্তাবকের নিকট হইতে প্রাপ্তির অধিকার ট্রাস্টির থাকিবে এবং ট্রাস্টি উহাদের নিকট সময় সময় তথ্যাদি বা প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে।

(২) কোন ট্রাস্টি যদি কখনও মনে করে যে ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন বা এই বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছেনা তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ উক্ত ট্রাস্টি পরিস্থিতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কমিশনকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) ট্রাস্টি ট্রাস্টের পক্ষে কোন অর্জন ও হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ ও দলিল সম্পাদন নিশ্চিত করিবে এবং প্রস্তাবক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট লেনদেন যেন যথাযথভাবে এবং এই বিধিমালা অনুসারে সম্পাদিত হয় তাহা নিশ্চিত করিবে।

(৪) ট্রাস্টি ট্রাস্ট ফান্ডের সম্পদের তত্ত্বাবধান করিবে এবং এই বিধিমালা ও ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী সিকিউরিটিজ হোল্ডারগণের পক্ষে উহা অছি ব্যবস্থাধীনে রাখিবে।

(৫) ট্রাস্ট ফান্ডের সকল লেনদেন যাহাতে ট্রাস্ট দলিল ও এই বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাহা ট্রাস্টি নিশ্চিত করিবে।

(৬) এই বিধিমালা ও ট্রাস্ট দলিল অনুযায়ী ট্রাস্ট ফান্ডে প্রদেয় কোন অর্থ এবং সিকিউরিটিজ হোল্ডারগণের পক্ষে ট্রাস্ট ফান্ডে গৃহীত কোন অর্থের হিসাবের জন্য ট্রাস্টি দায়ী থাকিবে।

(৭) ট্রাস্ট ফান্ডের কর্মকান্ড সম্পর্কে ট্রাস্টি ইস্যুয়ার বা প্রস্তাবকের নিকট হইতে মাসিক প্রতিবেদন গ্রহণ পূর্বক উহা পরীক্ষা করিবে এবং ইস্যুয়ার বা প্রস্তাবক উহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করিতেছে এইমর্মে একটি প্রত্যায়নসহ উক্ত মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী এক মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট পেশ করিবে।

(৮) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ট্রাস্টি সিকিউরিটি হোল্ডারগণের সভা আহ্বান করিবে, যথাঃ-

(ক) ইউনিট মালিকদের স্বার্থে কমিশন সভা আহবানের নির্দেশ প্রদান করিলে;

(খ) কোন স্কীমের মালিকদের তিন-চতুর্থাংশ সভা তলব করিলে, অথবা

(গ) কোন স্কীম গুটাইয়া ফেলিতে বা যথাসময়ের পূর্বেই সিকিউরিটিজের মূল্য পরিশোধ করিতে কিংবা কোন স্কীম সংশোধন করিতে হইলে।

৯। **শাস্তি।**- এই বিধিমালায় উল্লিখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদির বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া বিধিমালায় উল্লিখিত বা তদাধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সংক্রান্ত শর্তাদি ভংগের জন্য, ক্ষেত্রবিশেষে, Securities and Exchange Ordinance, 1969, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ কিংবা ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ তে উল্লিখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও প্রযোজ্য হইবে।

[১][১০।**কমিশনের অনুকূলে ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান।**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুকূলে বিভিন্ন প্রকার ফি, ইত্যাদি পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা যাইবে।]

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ এর দ্বারা বিধি ১০ সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরম-'ক'

[বিধি ৬(৩) দ্রষ্টব্য]
ট্রাস্টি হিসাবে নিবন্ধনের দরখাস্ত

১. ট্রাস্টির নাম।

২. নিবন্ধীকৃত অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা।
টেলিফোন নং
ই-মেইল নং
ফ্যাক্স নং

৩. যাহার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে তাহার নাম।

৪. নিগমিতকরণের/সংবিধিবদ্ধ হওয়ার তারিখ ও স্থান।

৫. ট্রাস্টির উদ্দেশ্য।
(সংঘ স্মারক ও সংঘলিপি/সংশ্লিষ্ট আইন এর কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)।

৬. মূলধন কাঠামো ও শেয়ার হোল্ডিং-এর ধরন।

৭. ট্রাস্টির নিরীক্ষক ও ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৮. ট্রাস্টি বা উহার কোন পরিচালক ঋণ খেলাপী কিনা? হইলে পূর্ণ বিবরণ।

৯. ট্রাস্টি বা উহার কোন পরিচালক কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তা, সম্পদ ব্যবস্থাপক, হেফাজতকারী, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও কিনা বা উহাদের কোন পরিচালক বা উহাদের অধীনস্থ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উহাদের সহিত কোনভাবে সম্পর্কিত কিনা? হইলে বিস্তারিত উল্লেখ করুন।

১০. ট্রাস্টি বা উহার কোন পরিচালক কিংবা অংগ প্রতিষ্ঠান ইস্যুয়ার বা প্রস্তাবকের সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত থাকিলে তাহার পূর্ণ বিবরণ।

১১. ট্রাস্টি পুঁজি বা সিকিউরিটিজ বাজার সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকিলে তাহার পূর্ণ বিবরণ (ইতিপূর্বে ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োজিত বা জড়িত থাকিলে তাহারও পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে)।

১২. ট্রাস্টির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নাম ও আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মেয়াদ (বিবরণ দিতে হইবে)।

১৩. অন্যান্য মূখ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগ্যতার বিবরণ।

১৪. সাংগঠনিক কাঠামো।

১৫. সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বিবরণ।

ট্রাস্টির পক্ষে আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও

সীল .....

তারিখ .....

স্থান .....

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর পক্ষে

সালেহ আহমেদ চৌধুরী
সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।